শতকেও কবির বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল নরকে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অতিপ্রাধান্যের ফলে মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে সাহিত্য নারকীয় বলে পরিত্যক্ত হল এবং লাতিন ভাষায় পুরো দমে ধর্ম ও দর্শন চর্চা চলতে লাগল। সেই সময়ে চার্চের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বিদ্বজ্জনসমাজ থেকে সাহিত্য নির্বাসিত হল বটে, কিন্তু লৌকিক ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য ও সঙ্গীত জনসাধারণের মধ্যে তখনও অনুশীলিত হত। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্সাল ভাষায় ক্রবেডুরদের প্রেমের কবিতা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগের ধর্মধ্বজীদের চাপে পড়ে সাহিত্য যদি মৃত্যু বরণ করত তাহলে দান্তের আবির্ভাব হত কি করে? ঐ অন্ধ তামসিকতার মধ্য থেকেই তো মহাকবি ও সমালোচক দান্তে আলিঘিয়ারি আবির্ভূত হলেন—যেমন করে আকস্মিকভাবে আকাশপ্রান্তে জ্যোতির্ময় আলোকদূত জেগে ওঠে।

দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ অঃ)

মধ্যযুগের নিশ্ছিদ্র অমারজনীর মধ্যে একটি তারকার মতো দীপ্তি পাচ্ছেন দান্তে (Dante Alighieri)। ফ্লোরেন্সের অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে সামরিক কর্তব্য ও রাজনীতিক আবর্তে পড়েও তিনি মহাকবি, গীতিকবি, মরমী সাধক—উপলব্ধির তুঙ্গ শীর্ষে সমাসীন। তাঁর সাধিকা বিয়াত্রিচে পার্টিনারি ন বছর বয়স থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত দান্তেকে অদৃশ্য প্রেম ও অপার্থিব দিব্যজীবন দান করেছিলেন। কবির *La Vita Nuova* এবং *Divina Commedia*—গীতিকবিতা ও মহাকাব্যে এই বিয়াত্রিচের দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মহাকবি সাহিত্যতত্ত্বে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনাস্থল মধ্যযুগে একান্তই বিরল। বলতে গেলে দান্তে থেকেই য়ুরোপে রেনেসাঁসের যথার্থ সূচনা।

দান্তে *De Vulgari Eloquentia* (The Illustrious Vernacular) নামক লাতিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থে লাতিন ভাষার

বিরোধিতা করে সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মার্জিত প্রাদেশিক ভাষার জয় ঘোষণা করেন। রেনেসাঁসের বড় কথা হল লাতিনের দাসত্ব থেকে লোকভাষাকে মুক্তি দান। সেই মুক্তিমন্ত্রের প্রথম পূজারী দান্তে।

সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তিনি দুখানি বই লিখেছিলেন। ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থটি *De Vulgari Eloquentia* নামে পরিচিত; দ্বিতীয়টি *Il Convivio* নামে বিখ্যাত—এতে তিনি কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

*De Vulgari Eloquentia*তে তিনি চারটি পর্বে ইতালীয় লোকভাষার সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তা বিচারের চেষ্টা করেছেন; অবশ্য এর মাত্র দুটি পর্ব রচিত হয়েছিল। এর প্রথমাংশে তিনি শ্রেষ্ঠ কথ্য ভাষার স্বরূপলক্ষণ বিচার করেছেন এবং এই লোক-ভাষাকে কী ভাবে কাব্যে প্রয়োগ করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মাতৃভাষাই কবিভাষা হওয়া উচিত, লাতিনের মতো কৃত্রিম ভাষার সে গৌরব প্রাপ্য নয়। এইজন্য ইতালির বিভিন্ন উপভাষা নিয়ে বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ইতালিতে প্রচলিত যে সমস্ত উপভাষা আছে, তার মধ্যে যেটি প্রকাশক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ, সেটি হবে সাহিত্যের ভাষা। একেই তিনি *De Vulgari Eloquentia* বা The Illustrious Vernacular বলেছেন। কথিত ভাষাতেই কবি অধিকতর সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, কাজেই তিনি লোকভাষাকেই সাহিত্যের বাহন করতে চেয়েছেন। তা বলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো তিনি "a selection of language really used by men", অর্থাৎ লোকে যথার্থতঃ যে ভাষায় কথা বলে, তাকেই সাহিত্যের ভাষা বলতে রাজি হন নি। তাঁর মতে, "Poetry and the language proper for it are elaborate and painful toil."—স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা কাব্যের ভাষা নয়, অনেক চেষ্টা করে কাব্যের ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। জনসাধারণের অমার্জিত মুখের ভাষাও

সাহিত্যের ভাষা নয়। "Avoid rustic language"—গ্রাম্য ভাষা ত্যাগ করো—এ-ও তাঁর উপদেশ। তিনি লাতিন ভাষাকে পরিত্যাগ করে কথিত ভাষাতে সাহিত্য রচনার কথা প্রচার করলেও যে-কোন কথিত ভাষাকেই সে মর্যাদা দিতে চান নি; যা শ্রেষ্ঠ 'illustrious vernacular', তারই শুধু কাব্যে প্রবেশাধিকার আছে—এই তাঁর সার সিদ্ধান্ত।[১]

তিনি এই গ্রন্থে ভাষাতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কাব্যক্ষেত্রে দু-রকম শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে। একটি হল *pexa*, অর্থাৎ মার্জিত ভাষা, আর একটি হল *hirsuta*, অর্থাৎ ঈষৎ অমসৃণ খসখসে ভাষা। *Pexa* শব্দ অর্থাৎ যে শব্দ ত্রি-অক্ষরবিশিষ্ট (trisyllabic), যাতে মহাপ্রাণ বর্ণ থাকবে না, উৎকট শ্বাসাঘাতও থাকবে না, এবং যা উচ্চারণমাত্রেই শ্রুতিকে প্রীতিদান করবে। আর *hirsuta*র লক্ষণ হল একাক্ষরযুক্ত (monosyllabic) অলঙ্কার-মুখর ঝঙ্কারবহুল শক্ত ঋজু শব্দসমারোহ। এই দুরকমের শব্দ মিলে কাব্যের কলেবর তৈরি হয়।

আদর্শ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো তিনি শব্দকে দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন: (১) *Signum Rationale*—অর্থাৎ যাকে এখন ভাষাতত্ত্বের পরিভাষার Semantic (শব্দার্থতত্ত্ব) বলা হয়। (২) *Signum Sensuale* অর্থাৎ Phonology বা শব্দের ধ্বনি-তত্ত্ব। শব্দের অর্থ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, এর নাম শব্দার্থতত্ত্ব। তেমনি তার আকার-আয়তনগত পরিবর্তনও হয়, তার নাম ধ্বনিতত্ত্ব। দান্তে নিপুণ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো ভাষালক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ইতালির শ্রেষ্ঠ কথিত ভাষাকে গৌরব-মণ্ডিত করতে গিয়ে তিনি ভাষার প্রাণবস্তু আলোচনা করেছিলেন এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম পথ নির্মাণ করে বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি শুধু কাব্যভাষা নিয়েই

১ দান্তে ইতালীয় ভাষার পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁর গুরু গুইদো গুইনিচেল্লির আদর্শ অনুসরণ করে। গুইনিচেল্লি সর্বপ্রথম দেশভাষা ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। কবি দান্তে গুরুর এই মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

আলোচনা করেন নি; কাব্যভাষা ও কাব্যবস্তুর তুল্যমূল্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর *Convivio* নামক গ্রন্থে।

দান্তে অ্যারিস্টট্‌ল পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের মতপার্থক্য আছে। অ্যারিস্টট্‌ল যেখানে *mimesis*-এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে দান্তে কাহিনীর ওপর অধিকতর মূল্য স্থাপন করেছেন। অবশ্য মূলতঃ এ দুয়ে বিশেষ ভেদ নেই। কারণ *mimesis* হলো মানবজীবনকাহিনীর শিল্পানুকরণ, দান্তেও সেই কাহিনীর ওপর জোর দিয়েছেন। আরও একস্থলে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের মতপার্থক্য আছে। দান্তে *mimesis*-এর বদলে 'রূপকে'র ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে মানবজীবনের হুবহু বাস্তব কাহিনী সাহিত্যে অনুসৃত হয় না, বরং মানবজীবন সাহিত্যে রূপকাকারে উপস্থাপিত হয়—সাহিত্য সর্বদা রূপকধর্মী। মানুষের গোটা বাস্তব জীবন সাহিত্যে ঠাঁই পায় না, স্থূল বাস্তব ঘটনা সাহিত্যের মধ্যে রূপকের আকার লাভ করে। তাঁর *Divina Commedia* তো তাঁরই ব্যক্তিজীবনের রূপক-আখ্যান। সাহিত্যবিচারে তাঁর এই রূপকতত্ত্ব পরবর্তি-কালে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

দান্তে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, গম্ভীরার্থব্যঞ্জক কাহিনী না হলে শুধু গুরুগম্ভীর ভাষায় (*grandiosa*) কাব্য রচনা সম্ভব নয়। বিষয়বস্তুটি *gravitas sententiae* অর্থাৎ গভীর অর্থবহ হওয়া চাই। তার পরে চাই *grandiosa* রচনারীতি—যাকে আর্নল্ড বলেছেন 'grand manner'। যে মৌলিক ভাষায় এই *grandiosa* আছে, তাকেই কাব্যের বাহন করতে হবে।

সাহিত্যের উপাদান কী নিয়ে গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে তিনি তিনটি লাতিন শব্দের উল্লেখ করেছেন: (১) *Salus* অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) *Venus* অর্থাৎ প্রেম, এবং (৩) *Virtus* অর্থাৎ ভগবৎ-চিন্তা। সহজ কথায় দেশপ্রেম, কান্তাপ্রেম ও

ভগবৎ-প্রেম—কাব্য প্রধানতঃ এই তিনটি উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে। তাঁর পরবর্তিকালে কাব্য-উপাদান নিয়ে বহু আলোচনা গবেষণা হলেও এই উপাদানগুলি এখনও কাব্য রচনার প্রধান অবলম্বন।

কাব্যের উপাদানের পর তিনি ঐ *Il Convivio*-তে কাব্য-রচনারীতি বা প্রকাশরীতি সম্বন্ধেও তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন: (১) *Superbia Carminum* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছন্দপ্রকরণ (২) *Constructionis elatio* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্টাইল যা কাব্য-উপাদানকে উচ্চতর মার্গে নিয়ে যেতে পারে এবং (৩) *Excellentia Vocabulorum* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শব্দ-উপাদান। এইগুলি কাব্য-উপাদানের স্টাইলগত লক্ষণ। তিনি এই প্রসঙ্গে রচনারীতির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, যাঁর রচনাভঙ্গিমা আমাদের মনকে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়, তিনিই হলেন "illustrious master of style."

মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্যে আবির্ভূত হয়েও দান্তে সাহিত্য-বিচারে নতুন কথা ও জটিল সমস্যার কথা শুনিয়েছেন। লোক-ভাষার কাব্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এবং কাব্য মূলতঃ রূপকধর্মী—এই দুটো তত্ত্বকথা তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। তাঁর পরে কিছুদিন লাতিন ভাষার গৌরব অটুট থাকলেও, খ্রীস্টানি উন্নাসিকতা লোকভাষাকে আর একঘরে করে রাখতে পারল না, 'illustrious vernacular' তার যথাযোগ্য স্থান লাভ করল এবং ভারতে যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল, তেমনি য়ুরোপেও মধ্যযুগীয় কালরাত্রির অবসানে ফরাসী, ইতালি, জার্মান ও ইংলণ্ডের প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য ঠাঁই পেল। লাতিন ভাষা পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের তর্ক-কলহের মধ্যে কিছুকাল জীবিত থাকলেও তার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। লাতিনের মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করলেন দান্তে—নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার বাহন সৃষ্টি করলেন *Vita nouva* ও *Divina*

Commedia-র মহাকবি। এইজন্য আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচনা, ভাষা ও সাহিত্যের গুরুপদ তাঁরই প্রাপ্য।

চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীর সমালোচনা

স্যর ফিলিপ সিড্‌নের *Apologie for Poetrie* গ্রন্থটি শুধু ইংরাজী সাহিত্যের নয়, ১৬শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যতত্ত্ব জানতে হলে এই একখানি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। দান্তের পর সিড্‌নেই সাহিত্যবিচারে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানি সঙ্কীর্ণতা থেকে সাহিত্যকে রক্ষার চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও সারা য়ুরোপেই সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দান্তের অবসান হল এবং ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে সিড্‌নের *Apologie for Poetrie* (1596) প্রকাশিত হল। এই প্রায় পৌনে তিনশ বছর ধরে য়ুরোপের নানা অঞ্চলে সাহিত্যবিচার কোন্ পথ ধরে চলছিল সংক্ষেপে তার পরিচয় নেওয়া যাক।

ইতালি, ফরাসী ও জার্মান সমালোচনা (১৪শ-১৬শ খ্রীঃ অঃ)

ইতালিতে দান্তের পর পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪) এবং বোকাচিও (১৩১৬-৭৫) শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকের গৌরব লাভ করেছিলেন। পেত্রার্কা কিন্তু সাহিত্যবিচারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি, দান্তের কবিস্বরূপ নির্ধারণে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন; তাঁর চেয়ে বরং বোকাচিও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন বেশি। পলিটিয়ান (১৪৫৪-৯৪) এবং স্কালিজার (১৪৮৪-১৫৫৮) গ্রীক-রোমান সাহিত্যকে দৈববাণীর মতো ভক্তি করতেন, সাহিত্যবিচারে নতুন